VOL 01, ISSU 03
MARCH, 2022

PARBO KAGAJ

পর্ব কাগজ

ISSN NO - 2395-597X

A REFEREED
JOURNAL

RS. - 200/-

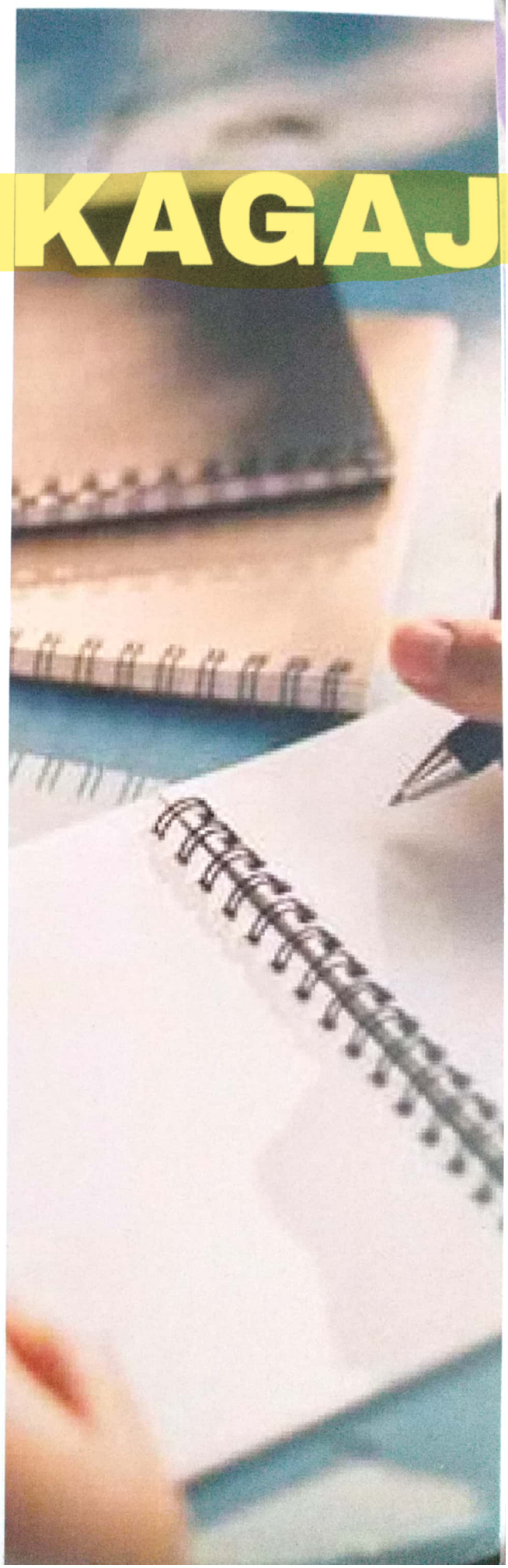

Scanned by CamScanner

Vol : 1 Issue 3, March 2022
Parbokagaj
RNI No. : WBBEN / 2014 / 59090
ISSN No. : 2395-597X

Editor :
Ruchira Mukhopadhya

Chief Editor :
Saikat Kr. Basu

Deputy Editors :
Jayanta Basu &
Suman Patra

Executive Editor :
Somnath Ghosh

Mobile : 9143589258 / 8697166298
E-mail :
parbokagaj10@gmail.com

Facebook :
parbopatrika25@gmail.com

Send your writing :
ghashsomnath24@gmail.com

Content

Editorial 3

Feminism as portrayed in National Level Soap Opera – the reflection of society and culture 5
Dr. Samik Mitra

Love of Learning and Academic Motivation in School Children 10
Dr. Rituparna Basak

Public health and health care facilities in Sundarban 20
Dipankar Mondal

সিনেমা এল কলকাতায় ঃ ২৭
জয়ন্ত বসু

সুন্দরবন সমাজের গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা অবলোকন : ৩১
বাবলু নস্কর

Bacterial and Fungal Containment of Tissue-Cultured 'SABA' 37
BANANA (Musa babbisiana)

The Unfeigned Confluence- Transformation from Insecurity to Cooperation : An Overview of Collusion and Conflict pertaining to Socio-Political and Diplomatic Exchanges between India and Bangladesh. 45
Mr Satadru Roy

ভারতবর্ষের গ্রামীণ অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৫৩
গৌতম জাতুয়া

Editorial Board Membar :-

- Prof. Debjyoti Chanda *(Rabindra Bharati University)*
- Prof. Dr. B. Balaswanmy *(Osmani University, Hyderbad)*
- Prof. Dr. Pallav Mukhopadhya *(West Bengal State University)*
- Prof. Dr. Somuk Sen *(Amity University, Chatrishgar)*
- Prof. Fr. Lourdury *(Lganacimuthy Xavier University, Bhubaneswar)*
- Prof. Alfarit Hussain *(Assam University)*
- Prof. Sourav Gupta *(Odisha Central University)*
- Prof. Sayantani Roy *(Amithy University, Gwallor)*
- Prof. Sunandit Choudhury
  (Sami Vivekananda Institute of Modern Science, Maulana Abul Kalam Azad University of Technology)

Parbo-kagaj
A Refereed Journal

Scanned by CamScanner

PARBO KAGAJ
Vol : 1, Issue 3, March 2022
RNI No. : WBBEN / 2014 / 59090
ISSN No. : 2395-597X

সুন্দরবন সমাজের গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা অবলোকন :

বাবলু নস্কর
পি এইচ ডি গবেষক
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ ঃ

আঞ্চলিক ইতিহাস ও সমাজবীক্ষণের একান্ত অপরিহার্য উপাদান হল প্রান্তিক মানুষের জীবনশৈলী। আর এই গ্রাম্য প্রান্তিক জীবন প্রবাহের অনন্য আকর হল সুষ্ঠ সংস্কৃতি রূপায়নের মানবিক প্রয়াস। এই প্রয়াসের রূপায়ন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় সুন্দরবনাঞ্চলিক নদী মাতৃক ভূ-খণ্ডে। পারস্পরিক বোঝা-পড়া ও মানবিক সমাজ গঠন প্রক্রিয়াকে সুসংহত করার তাগিদ অনুভূত হয় এই আঞ্চলিক জনজীবনে। ব্যস্ততম জীবিকাশ্রয়ী জীবনযাত্রার পাশাপাশি পাপাচার বর্জিত সামাজিক গ্রাম্য সরলতাকে দীর্ঘায়িত করার একান্ত প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও মাঝেমধ্যে তার ব্যতিক্রমী কার্যকলাপের পরিচয় মেলে। তবে তা একান্ত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নির্মল সমাজ গঠনের সর্বত প্রচেষ্টা সকল সমাজের মান্যের নিকট এক চূড়ান্ত অভিপ্রায় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যার ব্যতিক্রম নয় এই সুন্দরবনাঞ্চল।

সূচক শব্দ : অভিবাসিত, সমাজ বীক্ষণ, স্বকীয়তা, সাবলীলতা, প্রাণোচ্ছলতা, সহাবস্থান।

বিষয়বস্তু : সরকারি প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি এখনকার গ্রামীণ বিচার প্রক্রিয়া বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই ব্যবস্থা "গ্রাম্য সালিশি" পরিচিত। এটি একান্ত গ্রাম্য মোড়ল-মাতব্বর বা গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিবেশিত ও পরিচালিত প্রক্রিয়া। বিশ্ব সভ্যতার বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজ জীবনের ন্যায় এই প্রান্তিক সমাজের স্বকীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই বিচার ব্যবস্থা এক অনন্যতা দান করেছে।

কৃষিজীবী, জলজীবী, শ্রমজীবী, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অস্বচ্ছল জীবনযাত্রা। দারিদ্রতায় ভরপুর সুন্দরবনাঞ্চলের মানব জীবন এক কঠিন আবর্তে আবর্তিত। তবে অতীতের তুলনায় এই কঠিন জীবনযাত্রার মান কিছুটা স্বচ্ছল হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নগন্য। তাই সংকটময় পরিস্থিতিতে সংঘাত সংগ্রাম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, যার প্রশমনে স্থানীয় তথা গ্রামীণ সালিশি ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা একান্ত সহায়ক। সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত কোন সমাজ স্বাভাবিকতার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনা, যার মূল উপাদান হল-মানসিক প্রসারতা ও আর্থিক সাবলীলতা। এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রথম উপাদানটি বিশেষভাবে কার্পণ্যতায় আবদ্ধ। আর দ্বিতীয়টি ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে বিশেষ আর্থিক অনটনের বৃত্তে আবদ্ধ। তবে তার মধ্যেও অন্যান্য সমাজ ভুক্ত মানুজনের ন্যায় এই অঞ্চলের মানবকুল নিরাপদ ও নিরাপরাধ জীবন অন্বেষণে গড়ে তুলেছে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গ্রাম্য সালিশি ব্যবস্থা। এই গ্রামাঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা পারচালিত হত নিজ নিজ জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী পুরুষদের নিয়ে গঠিত নিজস্ব পঞ্চায়েত গুলি দ্বারা। প্রত্যেক নিম্ন বর্গীয় জনগোষ্ঠীর এক একজন করে প্রধান থাকতেন। তিনি স্ব স্ব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার গুলির মধ্যে উদভূত নানাবিধ সমস্যা ও অপরাধ যথা-বিবাহ, সম্পত্তি, অপকর্ম প্রভৃতি সমাধান করতেন পঞ্চায়েত বা স্বসম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে। সাধারণ অপরাধের শাস্তি ছিল জরিমানা, এই জরিমানা প্রদত্ত অর্থ গ্রামের বারোয়ারি তহবিলে জমা পড়ত। গ্রামের বারোয়ারি পূজোর আয়োজন, হরিসভা বা গোষ্ঠী ভোজনের ব্যয়সহ সর্বসাধারনের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মে অর্থ ব্যয় হত এই তহবিল থেকে[১]। তবে অর্থ জরিমানা ছাড়াও জঘন্য বা গুরুতর অপরাধের অপরাধীকে স্বজাতি বা স্বসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করাও হত। এটি ছিল সমাজ শৃঙ্খলা রূপায়নের এক অনন্য প্রয়াস।

গ্রামের এই সকল প্রধানদের সাধারণত 'মণ্ডল' বা 'মোড়ল' নামে পরিচিতি ছিল। যদিও পোদ জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র একজন সমাজপতি ছিলেন, যাঁর উপাধি ছিল সরদার[২]। এই গ্রাম প্রধান বা সমাজপতির পদ ছিল বংশানুক্রমিক। কোনও একজন মণ্ডল

Scanned by CamScanner

RNI No. : WBBEN / 2014 / 59090
ISSN No. : 2395-597X

বা মোড়লের জীবনাবসান ঘটলে সাধারণত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সেই পদে অভিষিক্ত হতেন। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ একজন জমিদার ও রায়তদের কোনরূপ ভূমিকা থাকত না। কেবলমাত্র অপুত্রক অবস্থায় কোনও মণ্ডলের মৃত্যু হলে গ্রামের সকল রায়তদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তক্রমে নতুন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করা হত। এটাই ছিল সুন্দরবনাঞ্চলের গ্রামীন শাসনের প্রচলিত নিয়ম।

সাধারণভাবে নিম্ন দক্ষিণবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের প্রাধান্য থাকায় মণ্ডলরা সাধারণত এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। উচ্চ বর্ণের মণ্ডল ছিলেন সংখ্যায় খুবই কম। সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভার্ণারের উদ্ধৃতি দিয়ে হান্টার বলেছেন, বারাশত থানা ছাড়া চব্বিশ পরগনার অন্যান্য সকল থানা এলাকায় মোট মণ্ডল সংখ্যায় ছিলেন ৫১৮১ জন। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র নয়জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ছয়জন ছিলেন রাজপুত, এবং কায়স্থ চারজন। আর বাকি সবাই ছিলেন নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত[৩]।

গ্রাম প্রধান মণ্ডলগণ বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা সবসময় কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করতেন। তাঁরা চৌকিদারি ট্যাক্স থেকে রেহাই পেতেন। গ্রামের বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে দ্রব্যে ও নগদে কিছু সাম্মানিক দক্ষিণাও পেতেন। হান্টারের মতে মণ্ডল পদের সৃষ্টি হয়েছে মধ্য যুগে মুসলিম শাসনকালে। সেই সময় মণ্ডলগণ প্রবল ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। আবার গ্রাম শাসক হিসেবে কখনো কখনো তাঁরা নিষ্কর ভূমিও ভোগের অধিকারী ছিলেন। ভার্নানের সাক্ষ্য অনুযায়ী সেই সময় মোড়ল ব্যতিত কোন গ্রাম ছিলনা[৪]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মণ্ডল' শব্দটি উচ্চারণগত বিকৃতির কারনে পরবর্তীকালে 'মোড়ল' হয়ে গিয়েছিল।

অপরদিকে দেখা যায়, বন-জঙ্গল সাফ করার কার্যে আগত আদিবাসী জনজাতি সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং সেই সাথে সাথে তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব শাসন পদ্ধতি অভিবাসিত হয়ে নতুন বসতি এলাকায় অনুসৃত হয়। এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শাসন পদ্ধতি অনুসারে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো, ভূমিজ প্রভৃতি উপজাতি গুলির গ্রাম্য প্রধানের উপাধি হয় 'মাঝি'[৫]। মাঝির দুই জন সহকারী ছিলেন-'পরামানিক' ও 'যোগমাঝি'। এই সমাজে পরগনা উপাধিধারী অপর একজন সমাজপতি ছিলেন, যাঁর কাজ ছিল কয়েকজন মাঝির উপর খবরদারি করা। এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ছিল মাঝির তুলনায় বেশি। আবার পরগনার একজন সহকারী থাকতেন, তাঁর উপাধি ছিল 'করাজি'[৬]।

এই আঞ্চলিক সালিশি ব্যবস্থার তৎপরতার মধ্যে নির্মল সমাজ গঠনের অভিপ্রায় যে উদ্ভাসিত হয় তা অনস্বীকার্য। একথা প্রতীয়মান হয় যে, একান্ত গ্রামীণ জীবন-যাপন প্রক্রিয়ার সাবলীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রত্যন্ত গ্রাম্য প্রাণোচ্ছলতার প্রবহমান ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার বিশেষ প্রয়াস এই ব্যবস্থার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অদ্যাবধি সমাজের এই বিচার ব্যবস্থার ধারা অব্যহত থাকলেও তা ক্ষীণ ধারায় পর্যবসিত। গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিল আবর্তে এই ব্যবস্থা শ্লথ হয়ে পড়েছে। সালিশিয়ান হিসেবে গ্রামের গণ্যমান্য, শিক্ষিত, বিবেচক মানুষকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হত, সেখানে নিরপেক্ষ ও মানবিক বিচারকার্য প্রাধান্য পেত। বর্তমানে সেই ধারার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এর পশ্চাতে যে অন্যতম কারণ বিদ্যমান তা হল-গ্রামীণ সমাজে মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, জ্ঞাতিদ্বন্দ্বের চরম আকার ধারন। দলাদলি সর্বস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্বল্প শিক্ষিত ও স্বার্থান্বেষী নেতৃবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই আঞ্চলিক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্রকে অনেকাংশেই কলুষিত করে তোলে। এতদ্‌সত্ত্বেও একাধিক ধর্ম ও বর্ণের সহাবস্থানে গড়ে ওঠা এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে সুশিক্ষিত, গণ্য-মান্য সালিশিয়ানদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "গ্রাম্য-সালিশি" ব্যবস্থা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রাখায় বিশেষ প্রয়াসী।

ভারতবর্ষের প্রান্তদেশীয় ভূ-খণ্ডের অন্যতম অংশ সুন্দরবন অঞ্চল। বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বিস্তির্ণ এলাকা মধ্যযুগীয় আচার-আচরণ ও নানাবিধ গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যাবলী সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনে স্বযত্নে বহন করে চলেছে, যার অন্যতম হল গ্রাম্য সালিশি ব্যবস্থা, যাকে 'গ্রাম্য সালিশিয়ান' বলা হয়ে থাকে। এটি এই অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেখানে সরকারি আইনি জটীলতা স্থান পায়না, প্রাধান্য পায় প্রান্তিক মানবের মানবিক দিক। শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সৎ মানসিকতার একান্ত সাক্ষ্য বহনকারী রূপে বিদিত এই বিচার ব্যবস্থা। মূলতঃ কৃষি প্রধান এই অঞ্চলের কৃষিজীবি পরিবারের মানুষজন এই ব্যবস্থায় বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষিজীবি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যরা যারা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী, তারা

Scanned by CamScanner

RNI No. : WBBEN / 2014 / 59090
ISSN No. : 2395-597X

পুরুষানুক্রমে গ্রাম্য সালিশিয়ানায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে এসেছে তাদের সততা, নিষ্ঠা ও নিজ সমাজের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ মনোভাব বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

বহু ধর্ম ও বর্ণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই সুন্দরবন অঞ্চল বিশ্ব সভ্যতায় এক অনন্য পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান মানুষজনের কেউ কেউ পরগনার বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য পদ-লাভ করতেন। এই অঞ্চলের এমন অনেক কৃষিজীবি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁরা বংশ পরম্পরায় গ্রামীণ বিবাদ-বিসম্বাদে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়ে এসেছে। এই সকল মানুষজন হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ভুক্ত। মুসলমান বিচারক কাজী ও হিন্দু সালিশিয়ান বিদ্যমান। বর্তমান হিন্দু সমাজের 'মণ্ডল' পদবীধারী ও ধর্মান্তরিত 'মণ্ডল' মধ্যস্থতাকারীগন যে পরগনারও বিচারকার্য সম্পাদন করতেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান চব্বিশ পরগনার অন্যতম পরগনা 'বারিদহাটির' বিচারকার্য পরিচালিত হত জয়নগর থানার থানেশ্বরপুর ব্যাপী 'বারিদহাটির জজ' নামে স্বীকৃতি লাভ করে এসেছেন[৭]। তবে শুধুমাত্র মণ্ডল পদবিধারী নয়, পরবর্তীকালে অন্যান্য পদবী ভুক্ত যোগ্য ও সৎ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষজন গ্রাম সমাজের বিচারকার্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সুষ্ঠ সামাজিক সচলতাকে বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাথে এই প্রান্তিক সমাজের গ্রাম্য ও মধ্যস্থতার কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যুগের পালা বদলের ধারায় মণ্ডলদের একাধিপত্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং বিভিন্ন পদবীধারী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষজনের মহৎ আগ্রহ ও চেষ্টায় গ্রামীণ বিবাদ-বিসম্বাদের সামাধানের অধ্যায় সূচিত হয়। তখন প্রচলিত কৌলন্যের মূল্য একান্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর এই সকল মানবগন স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েক দশক ধরে সুন্দরবনের গ্রাম্য সমাজে বিশেষ সম্মান অর্জন করতে থাকেন[৮]। আর এই সকল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সুদীর্ঘকাল ধরে এই আঞ্চলিক সমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে এসেছে। তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রসারতা সামাজিক কলুষতাকে অনেকাংশে ক্রম হ্রাসমান করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সকল মানুষজন সালিশিয়ান হিসেবে গণ্য হবেন, যিনি শিক্ষিত, সৎ, বিবেচক, লোক সমাজে রাশভারি, সাহসী ও উদার প্রকৃতি সমন্বিত। যাঁর-প্রতি জনগনের সশ্রদ্ধ সম্মাননা প্রদর্শিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যাবলীর উপস্থিতির কারণে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিচক্ষণ সালিশিয়ানগন যেমন সুনাম অর্জন করে এসেছেন তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলের সমাজ কাঠামো মূলতঃ কৃষি নির্ভর। কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সামগ্রিক জীবনচক্র। কৃষি-চক্রের প্রধান মাধ্যম হল ভূমি। আর এই ভূমি কেন্দ্রিক জীবন প্রনালী হওয়ার কারনে এখানকার বিবাদ-বিসংবাদের মূল কারন হয়ে দাঁড়ায় ভূসম্পত্তি অধিকারের প্রয়াস। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভৌম অধিকারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিবাদ ও সংঘর্ষের ধারা আজও অব্যহত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানব সমাজে। যার ব্যতিক্রম নয় এই সুন্দরবনাঞ্চল। মহাভারতের যুগে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যেও দ্বন্দ্বের অধিকারকে কেন্দ্র করে সূচিত ও প্রায়শই প্রচলিত 'ভূ-বিবাদ' এক স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিনত হয়। সামান্য পরিমান অতিরিক্ত জমিকে খয়রাত, বাঁধা-বন্ধক, পাট্টা জবরদখল, খাস জমির ভোগ দখন, বাস্তু ভিটের অধিকার, পুকুল-খাল-বিল, বাগান ও আবাদি ক্ষেত-খামার প্রভৃতি ভূমি কেন্দ্রিক বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি নিত্য দিনের ঘটনায় পরিনত। ধনী, দরিদ্র, সম্পদশালী বা স্বল্প সম্পদের অধিকারী সকল শ্রেনীর মানুষজন ভূমি বিষয়ক বিবাদের স্বীকার এবং তারা বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য সালিশিয়ানদের দ্বারস্থ হয়। সালিশিয়ান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সুচারু রূপে বিচারকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে তা সমাধানে তৎপর হন।

ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস মানব গোষ্ঠীর এক চিরকালীন বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত। তার ব্যতিক্রম নয় সুন্দরবনাঞ্চলের কৃষিজীবি, শ্রমজীবি মানুষজন। এদের মধ্যে বেশিরভাগ সময় বিবাদ বাধে কৃষি জমির সীমানা নির্ধারন ও মালিকানা নিয়ে। যার জন্য এই ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রায়শই ঘটতে থাকে ঝগড়া, দাঙ্গা, বিবাদ, মারামারি, খুনোখুনি। কখনো দেখা যায় একই জমির পাট্টায় দুই জনের নাম উল্লিখিত। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব একান্ত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সরকারী ভূমি সংস্কার আইনের অসংখ্য জটিলতা ও তার যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে অসংখ্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষজনের। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষিজীবি মানুষজন পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে আবাদি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে।

Scanned by CamScanner

RNI No. : WBBEN / 2014 / 59090
ISSN No. : 2395-597X

PARBO KAGAJ
Vol : 1, Issue 3, March 2022

অনেক সময় দেখা যায়, পূর্ব পুরুষগণ তৎকালীন সময়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সাদা কাগজে পরস্পর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী জমির ভোগ দখলের সীমানা নির্ধারণ করে নিয়েছিল। তখন দলিলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি তারা করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের বংশধরেরা জমির সীমানা পরিবর্তন বা জমির স্থানগত পরিবর্তনের মানসে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়। যেহেতু তাদের পূর্ব পুরুষগণ সরকারি লিখিত দলিল করে রেখে যায়নি তাই তারা পরবর্তীকালে অমানবিক সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে এবং তার জন্য শুরু হয় গণ্ডগোল। এদের মধ্যে অনেকে কোর্ট-কাছারীতে দৌড়ানোর পর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ আবার গ্রাম সালিশির মাধ্যমে সালিশিয়ানদের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়ে ফেলে। মাঝখান দিয়ে শুধু ব্যয় হয় প্রচুর সময় ও অর্থ এবং লাভবান হন উকিল ও মোক্তারগন।

গ্রাম সালিশি ব্যবস্থা কেবলমাত্র ভূমি সংক্রান্ত বিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ যথা-চুরি, ডাকাতি, ধর্মীয় ভণ্ডামি, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, জাতপাত বিষয়ক বিবাদ, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পারিবারিক কলহ, যৌন বিষয়ক কুকাজ, অবৈধ সম্পর্ক, প্রভৃতি বিষয়ক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান কল্পে সালিশি আয়োজিত হয়। বিশিষ্ট সালিশিয়ান বিদ্যাসাগর জানার সাক্ষাতকালে জানা যায়, পারিবারিক বিবাদ, গুণ্ডা, বদমাস, মন্দিরতলা, খোলা মাঠে, কোনও বৃহৎ বট বৃক্ষের তলায় অথবা হাটখোলায় গ্রাম সালিশি বসে। কোনও আড়ম্বরতা ছাড়াই একেবারে সাধারণ ভাবেই গ্রাম্য জীবনকে পাথেয় করে গ্রাম সালিশি পরিচালিত হয়ে থাকে। এটি এই আঞ্চলিক জনসংস্কৃতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

গ্রাম সালিশি সভার আয়োজন কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে বাদী ও বিবাদীরা প্রাথমিক পর্যায়ে সালিশিয়ানগনের বাড়িতে গিয়ে সালিশির জন্য অনুরোধ জানায় এবং সালিশি সভা আয়োজিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় বদমেজাজি বা বেয়াদপ বিবাদী অথবা অপরাধী পূর্ব নির্ধারিত দিনে সালিশিতে উপস্থিত হতে কুণ্ঠিতবোধ করে অথবা অনীহা দেখায়। কিন্তু সেখান থেকে তাকে নিস্তার পাওয়াও সহজ নয়। কারণ সামাজিক প্রভাব ও চাপ সবসময় কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। গ্রামের মধ্যে বিবাদ করে কেউ এতো সহজে রেহাই পেত না।

বিবাদের মীমাংসার জন্য আয়োজিত এই 'সালিশি' গ্রামের একেবারে নিজস্ব ব্যাপার। তবে অনেক সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিকেও স্বাগত জানানো হয়। একাধিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সালিশি পর্ব শুরু হয়। বাদী ও বিবাদিকে অবশ্যই বাধ্য মনোভাব নিয়ে সালিশিতে উপস্থিত হতে হয় এবং সালিশির সূচনাতে উভয় পক্ষকেই সালিশির সিদ্ধান্তকে তার ব্যতিক্রম ঘটলে ধিকৃত বা সমাজ চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকত। এমনও দেখা গিয়েছে দুর্বিনীত কোন বাদী বা বিবাদী সালিশিয়ানগনের মতামতকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করার অভিপ্রায় দেখিয়েছে এবং তৎক্ষনাৎ তাদের হস্তে চড়-থাপ্পড় খেয়ে নিজ ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আবার এরূপ নিদর্শনও গ্রাম্য সমাজে ঘটেছে যে, সালিশির সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করায় তাকে বা তার পরিবারকে দীর্ঘদিন গ্রামের সমস্ত রকম সামাজিক কাজকর্ম ও আচার অনুষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত রাখা হয়েছে।

সালিশিয়ান প্রক্রিয়াটি এক বিশেষ নিয়ম বা রীতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সালিশিয়ানগন ও সমবেত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সর্ব সম্মতিক্রমে সালিশি আরম্ভ হয়। সালিশির শুরুতে কোনও এক সালিশিয়ান উপস্থিত সকল সদস্যগণের সম্মতি জ্ঞাপনার্থে জিজ্ঞাসা করেন-এখন সালিশি পর্ব শুরু করা হোক? তখন সকল সদস্য তা শুরু করার সম্মিলিত সম্মতি জানায় এবং তারপর সালিশি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সকল সদস্যের সম্মতি গ্রহনের পশ্চাতে বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারন সকলের প্রতি সালিশিয়ানাদের সমমর্যাদা ও সম্মান প্রদান এর প্রধানতম তাৎপর্য। সামাজিক শৃঙ্খলাকে সুনিশ্চিত করাই হল সালিশিয়ানদের প্রধানতম কর্তব্য। সালিশিয়ানায় কোন রূপ লিখিত নিয়ম বিধি না থাকলেও তা পরিচালিত ও প্রয়োগ হয় সম্পূর্ণ যুক্তি ভিত্তিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে। এখানে বিশেষতঃ বলপ্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি প্রাধান্য পায়না। বহু পূর্বে সালিশিয়ানহন গায়ের জোরের উপর আস্থাশীল থাকলেও পরবর্তীকালে সামাজিক সচলতার প্রেক্ষিতে সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। তবে বর্তমানে গ্রামীণ রাজনৈতিক মেরুকরণে আবিষ্ট সুন্দরবনাঞ্চলে সামাজিক সালিশি

Scanned by CamScanner

RNI No. : WBBEN / 2014 / 59090
ISSN No. : 2395-597X

ব্যবস্থায় কখনো কখনো দলীয় মনোভাব প্রকাশ পায়, যা সালিশি ব্যবস্থার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

এই সালিশি পক্রিয়া সম্বন্ধে 'সুন্দরবন লোকায়ত দর্পণ' নামক গ্রন্থে ধূর্জটি নস্কর মহাশয় যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "সালিশির শুরুতে প্রধাণতম সালিশিয়ান গলবস্ত্র হয়ে বাদী ও বিবাদীসহ সমবেত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, বাবা সকলরা সবাই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমাদের এই গ্রামের এই অশান্তিতে চির দিনের মতো দূর করতে। তোমরা সবাই আমাদের সহযোগিতা করো, যাতে এই দুই জন গ্রামবাসী ভাই বিবাদ ভুলে সমাধানের পথ ধরতে পারে। এই সম্বোধনের পর বাদীর বক্তব্য শোনা হয়। তারপর শোনাবে বিবাদী তার বক্তব্য। শেষে একেরপর এক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গ্রহনের পালা। সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের পর সাধারণ গ্রামবাসীদের মতামত নেওয়া হয়। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সাধারন শ্রোতার দু-একটি মূল্যবান মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সালিশিয়ানগন একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছে যেতেন[৯]।

বিচার প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে সালিশির সিদ্ধান্ত সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ঐ কাগজে বাদী, বিবাদী সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই স্বাক্ষরিত কাগজ বিচার প্রার্থী যত্ন সহকারে রেখে দেয়। ভবিষ্যতে পারস্পরিক গণ্ডগোলের পুনরাবৃত্তি ঘটলে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত কাগজ উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বিশিষ্ট সালিশিয়ান কালীপদ নস্কর মহাশয় জানিয়েছেন, থানা বা কোর্ট কাছারীতে যদি পুনরায় এই বিবাদ পৌঁছায় সেখানে কখনো কখনো সাক্ষ্যদানের জন্য স্বাক্ষরিত সদস্য বা সালিশিয়ানাকে ডাকা হয়ে থাকে। এবং সালিশিনামাকে সহানুভূতির সাথে পর্যালোচনা করা হয়।

এই অঞ্চলে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, হো, ভূমিজ প্রভৃতি অদিবাসি মানূষজনের বসবাস সুদীর্ঘকালের। ব্রিটিশ আমলে ইজারা প্রাপ্ত জমিদারগন জঙ্গল হাসিল করে ভূমিকে চাষ ও বাস যোগ্য করে তোলার জন্য তাদেরকে নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে রাঁচি, হাজারিবাগ, ছোটোনাগপুর, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত এই সকল অদিবাসি মানুষজন আর স্বভূমে ফিরে যেতে চায়নি। জমিদারের দেওয়া সামান্য ভূমিকে কেন্দ্র করে তারা আশ্রয়, বসবাস ও জীবন-জীবিকা অতিবাহিত করতে শুরু করে। এই সকল উপজাতি ছাড়া স্থানীয় মানুষজন বিচার কার্য সম্পাদনা করে থাকে। ফলতঃ এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিচারের দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকাংশে শীথিলতা দেখা যায়। বৈশিষ্ট সালিশিয়ান বিদ্যাসাগর জানা মহাশয় সাক্ষাৎকারে বলেন, উপজাতি মানুষজনের সুদীর্ঘকালের বসবাসের ফলে তারা যেমন এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে অনেকাংশে গ্রহণ করে নিয়েছে তেমনি তাদের বিচারের প্রক্রিয়া সরলিকরণ শুধু হয়নি, এখানকার বিচার পদ্ধতিও তাদের উপর প্রযোজ্য হয়েছে।

তবে স্বাভাবিক সামাজিক সচলতায় প্রতিবন্ধকতা এখানে পরিলক্ষিত হয়। যদিও এটি প্রায় প্রতিটি সমাজের অঙ্গ, যার ব্যতিক্রম নয় এই অঞ্চল। কখনো কখনো অসামাজিক মূর্খ, অসৎ, স্বার্থান্বেষী অপরের ক্ষতিসাধনে প্রয়াসী, নিম্ন রুচি, প্রগাঢ় বৈরী কার্যকলাপ গ্রাম্য সমাজকে কলুষময় করে তোলে। এদেরকে অনেক সময় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের যথাযথ প্রয়াস ও পরামর্শক্রমে সমাজ চ্যুত বা এক ঘরে (গ্রামের কোনও মানুষ তার ও তার পরিবারের সাথে কোন রূপ সম্পর্ক না রাখা) করে রাখার ব্যবস্থা করা হত। এরা সকল প্রকার গ্রামীন সামাজিক কাজ কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত নিঃসঙ্গ পরিবারে পরিনত হত। শুধু তাই নয়, ঐ পরিবারের সাথে যাতে অন্য কোনও পরিবার সম্পর্ক না রাখে তা সুনিশ্চিত করা হয়। এই ব্যবস্থাদি গ্রহনের প্রধানতম কারন হল উক্ত পরিবার ভুক্ত মানুষজনের মানসিকতার পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়াস।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন সুন্দরবন অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। যার একান্ত প্রভাব এই গ্রাম্য সালিশি ব্যবস্থাদির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এখানে নারী কর্তৃক সালিশিয়ান হিসেবে সালিশি সভা পরিচালনা করার প্রচেষ্টা একান্ত অলীক কল্পনা মাত্র। তাই প্রতিটি সালিশি সভা পরিচালিত ও আবর্তিত হয়ে থাকে পুরুষ সালিশিয়ানদের উপস্থিতি ও তাদের মতামতকে কেন্দ্র করে। সালিশি সভা পরিচালিত ও আবর্তিত হয়ে থাকে পুরুষ সালিশিয়ানদের উপস্থিতি ও তাদেরপ মতামতকে কেন্দ্র করে। এমনকি সালিশি সভাতে নারীর অংশ গ্রহণ ও তাদের মতামত প্রদানকে যথাযথ মর্যাদাসহকারে গৃহীত হয় না। তাদের মতামত গ্রহন করাকে কোথাও যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিকট মর্যাদাহীনতার লক্ষন বলে নিন্দিত হয়। সুন্দরবন সমাজে গ্রাম্য বিচার কার্যে নারীর প্রবেশাধিকার বা অংশিদারিত্বের প্রয়াস সেই তিমিরেই আবদ্ধ। তারা সালিনতার প্রয়াসী হলেও সালিশিয়ানের কোন স্থানের অধিকারীনী নয়। সামাজিক সাম্যতা এই আঞ্চলিক সমাজ জীবনে

Scanned by CamScanner

যে লক্ষিত তা গ্রামীণ সালিশিয়ানায় নারী সালিশিয়ানের অনুপস্থিতিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও এই আঞ্চলিক সালিশি ব্যবস্থার তৎপরতার মধ্যে নির্মল সমাজ গঠনের অভিপ্রায় যে উদ্ভাসিত হয় তা অনস্বীকার্য। একথা প্রতীয়মান হয় যে, একান্ত গ্রামীণ জীবন-যাপন প্রক্রিয়ার সাবলীলতাকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রত্যন্ত গ্রাম্য প্রাণোচ্ছলতার প্রবহমান ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার বিশেষ প্রয়াসী এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির জটিল পরিবর্তনশীলতা গ্রাম্য সালিশি ব্যবস্থাকে শ্লথ করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সালিশিয়ান হিসেবে গ্রামের গণ্যমান্য, শিক্ষিত, বিবেচক মানুষকে সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। সেখানে নিরপেক্ষ ও মানবিক বিচারকার্য প্রাধান্য পেত। বর্তমানে সেই ধারার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এর পশ্চাতে যে অন্যতম কারণ বিদ্যমান তা হলো গ্রাম সমাজে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, জ্ঞাতি দ্বন্দ্বের চরম আকার ধারণ। যার জন্য উদারতাময় সমাজ কাঠামো আজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দলাদলি সর্বস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্বার্থান্বেষী ও স্বল্প শিক্ষিত নেতৃবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই বিচার ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্রকে সংকুচিত করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও গণ্যমান্য সালিশিয়ানগণের উপস্থিতিতে সুন্দরবন অঞ্চলের স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা পরিচালনায় আজও অভিপ্রায় রাখে।

নিম্ন বঙ্গীয় বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় প্রান্তিক মনুষ্য সমাজে এই বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত দ্বেষ, হিংসা জনিত বিবাদ-বিসংবাদ, পারিবারিক গোলোযোগ, গোষ্ঠীগত নৈরাজ্যতার তাৎক্ষণিক প্রশমন বা নিষ্পত্তিতে গ্রাম্য সালিশি অনন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই বিশ্ব সভ্যতার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের ন্যায় সুন্দরবন অঞ্চল এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত। একাধিক সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে গ্রামীন বিচার ব্যবস্থা স্থানীয় চরিত্রকে বিভাসিত করে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. O'Malley, L.S.S. Bengal District Gazetteers : 24 Parganas, Calcutta, 1914. p.110

২. Ibid

৩. Hunter, W.W.A Statistical Account of Bengal, 24 Parganas, (London 1875), West Bengal Goverment Reprint, 1998, p.121

৪. Ibid,p.120

৫. Mukhopadhyay, Sankarananda, A Profile of Sundarbans Tribes, Calcutta, 1976, p.22

৬. Gait. E.A., Census of India 1901, Vol. VIB, Part-iii, Provincial Table, Calcutta, 1901, pp.76-77

৭. নস্কর, ধূর্জটি, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পন, প্রথম খণ্ড, শ্যামলী পাবলিকেশন, কলকাতা-৭০০০০৬, জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ-১২৭

৮. তদেব, পৃ-১২৭

৯. তদেব, পৃ-১২৯

বাবলু নস্কর
পি এইচ ডি গবেষক
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Scanned by CamScanner